ভারতবর্ষে ধূমপানজনিত মড়কের বিপর্যয়—

- গবেষকদের মতে ২০১০ সালের গোড়ার দিকে তামাকজনিত মৃত্যুর পরিসংখ্যান বছরে ১০ লক্ষ হয়ে যাবে। নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বার্ষিক তামাকজনিত মৃত্যুর পরিসংখ্যান ২০১০ সালে নয় লক্ষ হয়ে যাবে এবং আরও বাড়তে থাকবে। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রতি পাঁচটি মৃত্যুর একটি হবে ধূমপান জনিত কারণে।

  ভারতবর্ষ ধূমপানজনিত মৃত্যুর বিপর্যয়ের মাঝে রয়েছে। ধূমপানজনিত মৃত্যু এই দেশে বছরে প্রায় দশ লক্ষ মৃত্যুর কারণ। ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি পাঁচটি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মৃত্যুর একটি এবং প্রতি কুড়িটি প্রাপ্ত বয়স্ক নারী মৃত্যুর একটি হবে ধূমপানজনিত কারণে। গবেষকদের ধারণা যে এর ফলে পুরুষ ধূমপায়ীদের, অধূমপায়ীদের তুলনায় ছয় বছর এবং নারী ধূমপায়ীদের অধূমপায়ীদের তুলনায় আট বছর আয়ুক্ষয় হবে।

  নিম্নোক্ত তথ্যগুলি ভারতবর্ষে প্রথম বৃহৎ সমীক্ষা এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জাতীয় স্তরের মৃত্যু সমীক্ষা প্রসূত। এই গবেষণাটি ভারতবর্ষ, কানাডা ও ইউ. কে-র একটি গবেষক দলের পরিচালনায় হয় এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে নিউইজল্যান্ড জার্নাল অফ্ মেডিসিনে প্রকাশিত হয়। এই সমীক্ষায় জাতীয়স্তরে ১১ লক্ষ প্রতিভূ বাড়িতে ৯০০ তৃণমূলস্তরের কর্মীদের দ্বারা ২০০১-২০০৩ সালে তথ্যসংগ্রহ করা হয় এবং ৭৪,০০০ মৃত লোকেদের ধূমপানের ইতিহাস ৭৮,০০০ জীবিত সমমানের লোকেদের ধূমপানের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

  ৩০ থেকে ৬৯ বছর বয়সের পুরুষদের মধ্যে ধূমপানের ফলে—

  (ক) ৩৮ শতাংশ টিবি হয়ে মারা যায়।

  (খ) ৩১ শতাংশ শ্বাসনালীর নানা রোগে মারা যায়।

  (গ) ২০ শতাংশ রক্ত সঞ্চালক— শিরা / ধমনী ইত্যাদির রোগে মারা যায়।

  (ঘ) ৩২ শতাংশ ক্যান্সার হয়ে মারা যায়।

  মূল লেখক (সেন্টার ফর গ্লোবাল হেল্থ রিসার্চ সেট মাইকেলস্ হাসপাতাল ইউনিভার্সিটি অফ্ টরন্টো, কানাডা) প্রফেসর প্রভাত ঝা বলেন, ভারতবর্ষে আমরা যে অস্বাভাবিক ধূমপানজনিত ঝুঁকি পেয়েছি, তাতে বিস্মিত হয়েছি কারণ, ভারতবর্ষে লোকে ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় দেরীতে ধূমপান শুরু করে এবং কম পরিমাণে ধূমপান করে। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ধূমপান জনিত ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার হয়ে মৃত্যুর তুলনায় টিবি হয়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রায় দশগুন। সহজ ভাবে বলতে গেলে তামাকের ব্যবহার অধূমপায়ীদের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এবং ধূমপায়ীদের ঝুঁকি দ্বিগুণ করে তোলে।

  ভারতবর্ষে ১২ কোটি ধূমপায়ী আছেন। ৩০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী মানুষদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশী পুরুষ এবং পাঁচ শতাংশ মহিলা ধূমপান করেন— তারা বেশীর ভাগই বিড়ি খান (বিড়ি ৩/৪ ভাগ তেস্থুনি পাতা ও ১/৪ ভাগ তামাক মিশিয়ে তৈরী হয়)।

  সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সমমানের অধূমপায়ীদের তুলনায় মধ্য বয়সে মৃত্যুর সম্ভাবনা ধূমপায়ী পুরুষদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বেশী এবং ধূমপায়ী নারীদের মধ্যে দ্বিগুণ।

  ৩০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে যাদের রোগ জনিত কারণে মৃত্যু হয় তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ ধূমপায়ী এবং সমমানের মাত্র ৩৭ শতাংশ অধূমপায়ী।

  ৬৯ বছরের আগেই ধূমপায়ীদের মধ্যে ৬১ শতাংশ পুরুষ মারা যায়, সেখানে অধূমপায়ীদের মধ্যে এই মৃত্যুর হার ৪১ শতাংশ। মহিলাদের মধ্যে রোগজনিত মৃত্যু ৯ শতাংশের বেশী হয় ধূমপায়ীদের এবং ৪$^{১}/_{২}$ শতাংশ হয় সমমানের অধূমপায়ীদের মধ্যে। ধূমপায়ী মহিলাদের ৬৮ শতাংশই ৬৯ বছরের বয়সের আগে মারা যায়— তুলনায় অধূমপায়ীদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ ৬৯ বছর বয়সের আগে মারা যায়।

  ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ আম্বুমানি রামাদসের ভাষায়— "এই গবেষণা, বৈজ্ঞানিক প্রামাণ্য তথ্যের মাধ্যমে আরও একবার আমাদের প্রমাণ করল যে আমাদের যে ভয়-এই দেশ চোখ বন্ধ করে বিপর্যয়ের দিকে হেঁটে চলেছে— তা একেবারে আবার সত্য। আমাদের জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এখন আবার প্রমাণিত হল যে, আমাদের সাম্প্রতিক আইনগুলি (যেমন সিগারেট প্যাকেটে সতর্কীকরণে বার্তা জোরালো করা) কতটা প্রয়োজনীয়। এটির ফলে আমরা আমাদের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে আরও জোরদার করে সাধারণ জনসমাবেশের জায়গায় ধূমপান বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারব।

  এই সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে—

  (ক) ধূমপানের কোনও বিপদমুক্ত মাত্রা নেই।